স্মৃতিসৌধে প্রথম রাষ্ট্রিয় অতিথি

কর্ণফুলী'র মিনি রিপোর্ট

বিপুল সংখ্যক দর্শনার্থির উপস্থিতিতে গত ১৯ ফেব্রুয়ারী ২০০৬ বর্তমান একুশে একাডেমী'র নিরলস পরিশ্রম ও একান্ত প্রচেষ্ঠায় অষ্ট্রেলিয়াতে মার্তৃভাষা বাংলা'র স্মৃতিফলকটির ঘোমটা উম্মোচন করা হয়। আধুনিক যুগের মীর জাফর ও উঁমি চাঁদদের গোপন ষড়যন্ত্র ও র্নিলজ্জ সমালোচনা সত্বেও কঠিন উজানে শক্ত হাতে বৈঠা ধরে সিডনী'র একুশ একাডেমী নিরাপদে তাদের সাম্পান কুলে ভিড়িয়েছেন। বিচিত্র এ বাংলা এবং হায়না রুপি এর অবাধ্য সন্তানেরা। কুলে ভেড়ার পর এই মীর জাফর ও উঁমি চাঁদরা নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকার জন্যে আচানক 'ধন্যবাদে'র মালা নিয়ে একুশ একাডেমী'র স্বার্থক কর্মকর্তাদের পদতলে 'কুমিরাশ্রু' ঝরিয়ে হাঁটুভেঙ্গে পড়ে যায়। প্রবাসী সমাজে এদের 'নপুংশতা' প্রমানিত হওয়ায় এখন ঘরে বাইরে সর্বত্র বিব্রতকর অবস্থায় পড়েছে এ 'চান্দু'রা। তাই তড়িৎ সিদ্ধান্ত নেয়, নিজেদের 'ধুরন্ধর' চরিত্রটাকে ঘোমটায় ঢেকে অন্তত 'ধন্যফাঁদ' দিয়ে যদি এখন ওদের কাছে ঘেঁষা যায়। কিন্তু সুশীল বঙ্গসন্তানেরা এই স্বার্থপর 'জোনাকী' পোকাগুলোকে চিনে ফেলেছে। 'চোঙ্গা' ফুঁকিয়ে এরা কখনো অন্যদের 'আলোকিত' করতে পারেনা, ওদের সে ক্ষমতা নেই, ওরা আঁধার-পোকা। এরা পশু নয় আবার পাখীও নয়, এরা 'বাদুর' অর্থাৎ উভয় প্রজাতির প্রাণী। এরা দিনের আলোয় গগনমুখী 'চ্যংদোলা' হয়ে ভুমুখী নিদ্রা যায় আর রাতের অন্ধকারে অনর্থক ডানা ঝাপটিয়ে নিরীহ পাখীদের নিদ্রার ব্যঘাত ঘটায়। কুখ্যাত রেডিও-দোসর একে আরেকজনকে 'ধন্যফাঁদ' শব্দটি মনে করিয়ে দেয়, যেন সিডনীবাসী সকল বাংলাদেশী এখনো মায়ের কোলে আঙুল চুষছে। এরা দুজনেই সহজাত মিথ্যাবাদী (প্যথলজিকেল লায়ার), এবং সত্য বলাকে এরা বিবেচনা করে সরলমনা লোকদের ভালো বৈশিষ্ঠ ও মিথ্যাচারকে মনের উত্তম ব্যায়াম হিসেবে। মীর জাফর ও উমি চাঁদরুপি এই দুই 'কলম-পাপী' কিছু বছর আগেও দ্রৌপদী'র বস্ত্রহরনের মতো চরিত্রহীনতার অপবাদ দিয়ে প্রকাশ্যে সিডনীতে পত্রিকার মাধ্যমে পরস্পরের স্ত্রীকে দিগম্বর (নাঙ্গা) করে দিয়েছিল। 'ইজ্জতের লেনদেন' শেষে আজ হয়েছে দো-স-র!! একুশে একাডেমীকে আবার 'ধ-ই-ন্য-ফাঁ-দ'!! বড় বিচিত্র এ সম-লিঙ্গ যুগল!

স্মৃতি ফলকে পুষ্পার্ঘ দিচ্ছেন লেঃ জেঃ মুইন ইউ আহমেদ

সিডনীতে একুশে একাডেমী'র ঐতিহাসিক সফলতাকে এক পলক দেখার জন্যে গনপ্রজাতন্ত্রি বাংলাদেশ সরকারের মাননিয় প্রধানমন্ত্রির পক্ষ থেকে শুভেচ্ছাবার্তা নিয়ে গত মঙ্গলবার ৭ মার্চ বিকেল ৭টায় সন্মিলিত সামরিক বাহিনী'র প্রধান লেঃ জেঃ মুইন উদ্দিন আহমেদ ভাষাস্মৃতি ফলক পাদদেশে এসেছিলেন। লেঃ জেঃ জনাব মুইন উদ্দিন আহমেদ সস্ত্রিক তার

একদিন আগে ৬ মার্চ রাষ্ট্রিয় সফরে পৌনে দুই হপ্তার জন্যে অষ্ট্রেলিয়াতে এসেছেন। তিনি বাংলাদেশে থাকতেই একুশ একাডেমী'র এই অভাবনীয় বিজয়ের কথা বিভিন্ন পত্রিকা ও প্রশাসনিক মাধ্যমে জানতে পারেন। তাই তাঁর আরাধ্য বাসনা ছিল সিডনীতে অবতরনের ২৪ ঘন্টার মধ্যেই এ ভাষা-তীর্থস্থান একনজর দেখবেন এবং পুষ্পার্ঘ দিয়ে তাঁর শ্রদ্ধা জানাবেন। তিনি একুশ একাডেমী'র সভাপতি নির্মল পাল ও স্বপন পাল সহ প্রতিটি কর্মকর্তা ও সহযোগীদের আন্তরিক সাধুবাদ জানান। ভাষা-ফলকের পাদদেশে লেঃ জেঃ মুইন উদ্দিন আহমেদকে অত্যন্ত আবেগপ্রবন ও আনন্দে উদ্বেলিত দেখা যায়। প্রবাসী বাংলাদেশীদের এ অভাবনীয় কীর্তি ও সাফল্য তিনি বারবার তাঁর বক্তব্যে ব্যক্ত করেছেন।

এ্যাশফীল্ড পার্কে তিনি পৌঁছেন বিকেল ৭টায় তার আগে একুশ একাডেমী'র সভপতি নির্মল পাল, কার্যকরী কমিটির সদস্য স্বপন পাল, সাস্কৃতিক সম্পাদক শামিম আল নোমান, জনাব আবদুল ওহাব বকুল ও অভিজিৎ বড়ুয়া সহ বেশ কিছু গন্যমান্য প্রবাসী বাংলাদেশী এসে হাজির হন। বাংলাদেশের অনারারী কনসুলার এন্থনী কৌরীও এ ঐতিহাসিক সময়টির সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। স্মৃতি ফলকটি স্থাপন পর লেঃ জেঃ মুইন উদ্দিন আহমেদ একুশ

স্মৃতিফলক পাদদেশে সস্ত্রিক লেঃ জেঃ এম ইউ আহমেদ ও আগত অতিথির একাংশ, ডান পেছনে স্বপন পাল

একাডেমী'র 'গেষ্ট বুক' এর প্রথম পৃষ্ঠায় প্রথম রাষ্ট্রিয় ব্যক্তিত্ব হয়ে নিজের নাম লিপিবদ্ধ করেন। অষ্ট্রেলিয়া'র ভাষা ফলক স্তম্ভের প্রথম রাষ্ট্রিয় দর্শনার্থী হিসেবে তিনি ইতিহাসের পাতায় একটি অমোচনীয় ছাপ রেখে গেলেন। সৌভাগ্যবান ব্যক্তি লেঃ জেঃ মুইন উদ্দিন আহমেদ একুশ একাডেমী'র কর্মকর্তাদের সাথে হাতে হাত রেখে ভাষা ফলক পাদদেশে পুষ্পার্ঘ অর্পন করেন। এরপর নিকটস্থ সামার হীল কমিউনিটি সেন্টারে আগত সকল প্রবাসী বাংলাদেশীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময়ের জন্যে একত্রিত হন। মিলন মেলায় সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও অতিথিদের সাথে পারস্পরিক পরিচয় লেনদেন হয়। উক্ত আলোচনায় লেঃ জেঃ

মুইন উদ্দিন আহমেদ সহ একুশ একাডেমী'র উপস্থিত সকল কর্মকর্তারা বক্তব্য রাখেন। মেধাবী ছাত্রি ও মিষ্টি মেয়ে মিষ্টি পাল অতিথি লেঃ জেঃ মুইন উদ্দিন আহমেদকে ফুলের তোড়া দিয়ে স্বাগতম জানান। পুরো অনুষ্ঠানটি সুশৃংখলভাবে পরিচালনা করেন সিডনীর প্রখ্যাত বাংলাদেশী সমাজসেবী জনাব আবদুল ওহাব বকুল। মিলন মেলায় প্রধান অতিথির সৌজন্যে একটি সংক্ষিপ্ত চা-চক্রের আয়োজন ছিল।

ঐতিহাসিক ক্ষনটির আরো কিছু ছবি

পুষ্পার্ঘ প্রদান শেষে লেঃ জেঃ এম ইউ আহমেদ ভাষা শহিদদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা জানান

ঐতিহাসিক মুহুর্তের সাক্ষী দুই প্রধান মহিলা। শ্রীমতি পাল ও জনাবা নাজনীন আহমেদ

লেঃ জেঃ মুইন উদ্দিন আহমেদকে ভাষা ফলক পাদদেশে স্বাগত জানাচ্ছেন একুশে একাডেমী'র প্রধান নির্মল পাল।

গভীর ষড়যন্ত্র ও প্রতিকুল হাওয়ার বিপরীতে একুশ একাডেমী কঠিন উজানে ৯০০ মিলিয়ন বছরের পুরানো পাথরে খোদাই মা'য়ের ভাষা বয়ে কিভাবে তাদের সাম্পান নিরাপদে কুলে ভিড়িয়েছেন সে বর্ননা দিচ্ছেন প্রথম রাষ্ট্রিয় অতিথিকে। অষ্ট্রেলিয়ার গর্বিত একুশ একাডেমী'র সকল বর্ননা অত্যন্ত মনযোগ সহকারে অতিথি শুনছেন।

লেঃ জেঃ মুইন উদ্দিন আহমেদ মিষ্টি শিশু মিষ্টি পালকে একটি উপহার দেন

প্রধান অতিথি বক্তব্য রাখছেন, তাঁর স্ত্রী ইতিহাসের পাতায় স্বাক্ষর করছেন

জনাবা নাজনীন আহমেদ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখছেন

প্রধান অতিথি লেঃ জেঃ মুইন উদ্দিন আহমেদ ও তাঁর স্ত্রী নাজনীন আহমেদ

উপস্থিত অতিথিদের একাংশ, সামারহীল কমিউনিটি সেন্টার, সিডনী

একুশে একাডেমী'র সভাপতি নির্মল পাল বক্তব্য রাখছেন,
সর্বডানে সমাজসেবী জনাব আবদুল ওহাব বকুল